শরীরের বাধা ভেঙেই অধিকার আদায়ে অদম্য সমাবেশ প্রতিবন্ধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর– জন্ম থেকেই একশো শতাংশ প্রতিবন্ধী। উচ্চতা এক ফুট, তেইশ বছর বয়স হলেও বাবা মা-র কোলেই ঘুরতে হয় সোনুকে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দেওয়ার অদম্য মানসিক জেদ থেকেই সোনু পাশ করেছে উচ্চ মাধ্যমিক। সোমবার রানি রাসমণি রোডে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সমাবেশে কান্তি গাঙ্গুলি যখন পরম আদরে, মমতায় সোনুকে কোলে তুলে নিয়ে সংবর্ধিত করছেন উত্তরীয়-মানপত্রে, গোটা সমাবেশ ফেটে পড়েছে হাততালিতে।

কেউ জন্ম থেকেই মূক-বধির। কেউ দৃষ্টিহীন। কারোর নিত্য সম্বল হুইল চেয়ার বা ক্রাচ। তবু তাঁরা অকুতোভয়। সাহসী। সোমবার রানি রাসমণি রোডের সমাবেশ উপচে পড়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেও যাঁরা জীবন যুদ্ধে লড়ছেন, নিজের অধিকারের দাবিতে লড়ছেন, তাঁদের ভিড়ে। গানে-নাচে-কবিতায়-ছবির ক্যানভাসে-ধামসা মাদলের ছন্দে অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রখর দাবিতে তাঁরাই সফল করে তুলেছেন সমাবেশ। জন্ম থেকেই মূক-বধির উলুবেড়িয়ার ঘেরাও করে রাখবেন প্রতিবন্ধী মানুষরা। তার পরেও যদি দাবি আদায় না হয়, আমরা ফের আসবো রানি রাসমণি রোডে। সেদিন শুধু বক্তৃতা হবে না, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে আমরা এগবো বিধানসভার দিকে। নতুন প্রতিবন্ধী আইন কার্যকর করার জন্য আমাদের লড়াই চলবেই। গত সাড়ে ছবছর ধরে এরাজ্যে প্রতিবন্ধীদের ভাতা বাড়েনি, একটাও নতুন প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল গড়ে ওঠেনি। রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে স্কুলগুলি রয়েছে, সেখানেও চলছে অচলাবস্থা, বেতন বাকি থাকছে শিক্ষকদের। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি প্রতিবন্ধী আইন কার্যকর করুন, নয়তো ব্যারিকেড ভেঙেই প্রতিবন্ধীরা তাঁদের দাবি ছিনিয়ে আনবেন।

সমাবেশে বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, প্রতিবন্ধীরা বিশেষভাবে ক্ষমতাশালী। হয়তো শরীরের কোন অংশে সমস্যা থাকলেও এঁরা নিজ প্রতিভায় সবার থেকে এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী ৩২ বছর ধরে যেভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের দাবি আদায়ের লড়াইয়ে সংগঠিত করে চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য।

অরিজিৎ সিংহ রায়। মুকুন্দপুরে প্রতিবন্ধী ভিলেজের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করার পর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসুয়াল আর্টে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন। ফ্রান্স থেকেও ছবি আঁকা শিখেছেন অরিজিৎ। সমাবেশের সময়জুড়ে অরিজিৎ রঙে-তুলিতে এঁকেছেন প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার ছবি। সমাবেশে এসেছিলেন ডঃ বুবাই বাগ। হুইল চেয়ার ও ক্রাচ জন্ম থেকে সঙ্গী হলেও অপ্রতিরোধ্য মানসিক জেদের কাছে হার মেনেছে প্রতিবন্ধকতা। ডঃ বুবাই বাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে পি এইচ ডি করার পর এখন বাগনান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। সমাবেশ সংবর্ধিত করেছে বারোজন অজেয় মানুষকে যাঁরা কেউ খেলায়, কেউ ছবি আঁকায়, কেউ মেধাচর্চায় সর্বোচ্চ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

ভিড়ে ঠাসা এদিনের সমাবেশে কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সংসদে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন পাশ হলেও কার্যকর হয়নি এরাজ্যে। দিল্লি, কেরালা, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়লেও ব্যতিক্রম এরাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে ডেপুটেশন নিয়েছেন পার্থ চ্যাটার্জি। নতুন প্রতিবন্ধী আইন সম্পর্কে তিনিও অবগত ছিলেন না। আমরা দাবি জানিয়েছি, অবিলম্বে নতুন প্রতিবন্ধী আইন কার্যকর করতে হবে এরাজ্যে। আগামী তিন মাসের মধ্যে যদি আইন কার্যকর না হয়, তাহলে আমাদের কর্মসূচি কেবল ডেপুটেশনে আবদ্ধ থাকবে না। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক দপ্তর বহু লড়াই, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২০১৬ সালে নতুন আইন পাশ হলেও কার্যকর করেনি এরাজ্য। রাজ্যের সরকার এতটাই অমানবিক ২০১৪ সালের প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর আইন অমান্য কর্মসূচিতেও পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিপেটা করেছে, সংগঠকদের মামলা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য আইন কার্যকর করার জন্য বামপন্থী বিধায়করা বিধানসভায় লড়াই করবেন, বিধানসভার বাইরের লড়াইতেও থাকবেন। বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, সরকারের মগজে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা, তাই সরকার নতুন আইন কার্যকর করতে উদাসীন। বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেও অরিজিতের মতো মানুষরা ছবি আঁকলেও তা বিক্রি হয় না, অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিক্রি হয় কোটি কোটি টাকায়। দুর্নীতির প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আইনি সাহায্যের পাশাপাশি দাবি আদায়ের লড়াইয়ে থাকবো সব সময়।

এদিনের সমাবেশে প্রতিবন্ধীদের দাবিদাওয়ার প্রতি সংহতি জানাতে এসেছিলেন সমাজের সব অংশের মানুষ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি, কংগ্রেস নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র, প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শীল, আইনজীবী ভারতী মুৎসুদ্দি, নাট্যকার চন্দন সেন, প্রতিবন্ধী আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা মুরলীধরন, পি ডি এস নেতা সমীর পুততুন্ড, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন নেতা বাসুদেব বসু প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শৈলেন চৌধুরি।

Close

Print